



209517 - যবে ব্যক্তরি ডানহাত প্লাস্টার করা তনি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবনে ও নামায আদায় করবনে?

প্রশ্ন

দ্বীনরে ফরয আমলগুলো যমেন- ওযু ও নামায কভাবে পালন করা সম্ভবপর হব; যার ডান হাত ভাঙা ও প্লাস্টার করা?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যবে ব্যক্তি তার ডান হাত নাড়াত পেরনে না ও ইবাদতরে জন্য ব্যবহার করতে পারনে না তার নমিনোক্ত শরয়ি বধিগুলো মনে চলতে সচেষ্ট থাকা আবশ্যকীয়;

এক: ডান হাত ভাঙার কারণে ওযু ও গোসলরে বধিান মওকুফ হব না। কারণ তনি বাম হাত ব্যবহার করতে পারনে, পানি নয়োর ক্ষতেরে বাম হাতরে সহযোগতি নতি পেরনে এবং পবিত্রতা অর্জনের জন্য ধোয়া ফরয এমন অঙ্গ-প্রতঙ্গে পানি পৌছাতে পারনে। তনি ধীরস্থরি পবিত্রতা অর্জনে সচেষ্ট থাকবনে; যাত করে পরপূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন নশ্চিতি হতে পারনে।

দুই: ওযু বা গোসলরে ক্ষতেরে যখন প্লাস্টারকৃত ডান হাতরে পালা আসবে তখন আপন শিধু সবে হাতরে ওপর হালকাভাবে মাসহে করলহে চলবে; এতে প্লাস্টাররে কোন ক্ষতি হব না। মাসহে শুধু একবার করাই যথেষ্ট; ধৌত করার মত একাধিক বার নয়। এভাবে, ইনশাআল্লাহ সঠিকভাবে পবিত্রতা অর্জতি হব। তবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা জরুরী যবে, যদি ডান হাতরে আঙুলগুলো কথিবা কনুই প্লাস্টাররে বাইরে থাকে তাহলে সেগুলো অবশ্যই ধৌত করতে হব। প্লাস্টাররে নীচে যবে অংশ ঢাকা পড়ে আছে শুধু সবে অংশ ছাড়া অন্য কিছু মাসহে করা বধে হব না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

কখনও কখনও এমন হয় যবে, প্লাস্টার হাতরে তালুতে থাকে; আর আঙুলগুলো খোলা থাকে। সক্ষেত্রে আঙুলগুলো ধৌত করা ও প্লাস্টাররে ওপর মাসহে করা আবশ্যকীয়। অনুরূপভাবে পায়রে ক্ষতেরে পায়রে আঙুলগুলো খোলা থাকতে পারে, সক্ষেত্রে আপন আঙুলগুলো ধৌত করুন এবং প্লাস্টাররে ওপর মাসহে করুন। [আল-লিকা আস-শাহরি, শামলো (২৭/৬১)]



ইতপূর্ববে 69796 নং, 148062 নং ও 163853 নং প্রশ্নোত্তরে প্লাস্টারের হুকুম বসিতারতিভাবে আলোচতি হয়েছে।

তনি: নামাযে ডান হাতেরে কর্ম নমিনোক্ত বযিরে মধ্যে সীমাবদ্ধ:

১. চারবার তাকবীর দয়োর সময় হাত উত্তোলন করা (তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া, রুকু থেকে দাঁড়ানো ও মধ্যবর্তী বঠৈক থেকে উঠার সময়)।

২. দাঁড়ানো অবস্থায় বাম হাতেরে উপর ডান হাত রাখা।

৩. সজেদাতে যাওয়ার সময় ভর করা।

৪. বসা অবস্থায় উরুর উপর রাখা।

৫. তাশাহুদ পড়াকালে তরজনী আঙুল দিয়ে ইশারা করা।

এ স্থানগুলোতে আপনিসক্শম হলে প্লাস্টারকৃত ডান হাত নাড়াবনে এবং এ আমলগুলো আদায় করবনে; আর এটাই হচ্ছ উত্তম। যদি পরপূর্ণভাবে নাড়তে সক্ষম না হন তাহলে যতটুকু নাড়তে পারনে ততটুকু করবনে। যদি আপনিকবোরএ অক্ষম হন তাতেও কোন অসুবিধা নাই। এ আমলগুলো আপনিশিধু বাম হাত দিয়ে পালন করবনে; শুধু তাশাহুদের ইশারাটা ব্যতীত। কারণ এ ইশারা কবেল ডান হাতই করতে হয়।

পূর্ববোক্ত আলোচনার সপক্ষে শরয়াদললি হচ্ছ—ফকাহশাস্ত্রের দুটো সাধারণ নীতি; যএ নীতিবয়রে পক্ষে কুরআন ও সহহি সুন্নাহর দশ দশ দললিরে সাক্ষ্য রয়ছে।

প্রথম নীতিটি হচ্ছ: **المشقة تجلب التيسير** (কাঠনিয সহজায়ন আনএ)। এর সপক্ষে দললি হচ্ছ আল্লাহর বাণী: **لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ** **نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** (আল্লাহ কারো উপর এমন কোন দায়তিব চাপয়িএ দনে না যা তার সাধ্যাতীত)[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২৮৬]

দ্বিতীয় নীতিটি হচ্ছ: **الميسور لا يسقط بالمعسور** (কষ্টসাধ্য সহজসাধ্যকে মওকুফ করে না)। এর দললি হচ্ছ আল্লাহর বাণী: **فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ** (অনুবাদ: তোমরা সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় কর)[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] এটি একটি মহান নীতি। এ নীতিসম্পর্কে আলমেগণ বলেন: "এটি এত ব্যাপক একটি নীতি; যতদনি শরয়িতরে মটেলকি বধিানগুলো কায়মে থাকবে ততদনি এটি ভুলে যাওয়া যাবে না"[সূযুতী-এর 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়রে' (পৃষ্ঠা-২৯৩)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়ী (রহঃ) বলেন:

"নরিদশেতি আমলগুলো সাধ্য ও সক্ষমতার শরতযুক্ত—এর উদাহরণ শরয়িতে ভরপুর। যমেনটিনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম ইমরান বনি হুসাইন (রাঃ) কবে বলেন: তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় কর, যদি তা না পার তাহলে বসে বসে আদায় কর, যদি সটোও না পার তাহলে শুয়ে শুয়ে আদায় কর।"[সহিহ বুখারী (১১১৭)]

মুসলমানগণ এ মর্মে একমত যে, নামাযী যদি নামাযেরে কিছু ওয়াজবি পালনে অক্ষম হন; যমেন- দাঁড়ানো, কবরিত পড়া, বুকু করা, সজিদা করা, সতর ঢাকা, কবিলামুখী হওয়া কথিবা অন্য কোন ওয়াজবি—তাহলে সে যা পালন করতে অক্ষম সটো তার উপর থেকে মওকুফ হবো। তার উপর সটো পালন করা ওয়াজবি যটো পালন করার সে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সটো পালন করার সাধ্য তার রয়েছে। বরং জনে রাখা উচতি যে, শরয়ি নিরিদশে ও নিষিধেরে ক্ষত্রে সামর্থ্য থাকার যে শর্ত রয়েছে সে ক্ষত্রে শরয়িতপ্রণতো ক্ষতসমিতে সামর্থ্য থাকাকে বুঝাননি। বরং বান্দার যদি আমল করার সক্ষমতা থাকে; কিন্তু এতে তার কিছু ক্ষতি সাধিত হয়; এমন সক্ষমতাকে শরয়িতরে অনেকে আমলরে ক্ষত্রে অক্ষমতা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে; উদাহরণতঃ—পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করা, রোগ নিয়ে রোযা রাখা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ইত্যাদি। সটো আল্লাহ তাআলার এ বাণী বাস্তবায়নার্থে: "আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তিনি তোমাদের জন্য কঠিন করতে চান না" এবং তাঁর এ বাণীর বাস্তবায়নার্থে: "দ্বীন ক্ষত্রে তিনি তোমাদের ওপর কাঠনিয় আরোপ করেননি"। এবং তাঁর এ বাণীরও বাস্তবায়নার্থে: "আল্লাহ্ তোমাদের ওপর কাঠনিয় আরোপ করতে চান না"। এবং সহিহ বুখারীতে আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: "তোমরা সহজকারীরূপে প্রেরিত হয়েছ; কাঠনিয় আরোপকারী হিসেবে নয়।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (৮/৪৩৮-৪৩৯)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।